অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর উপর প্রণীত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বছরঃ- ২০০৪-২০০৫

অডিটের সংক্ষিপ্ত সার

প্রথম খন্ড

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্‌স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ......২৫-০৪-১৪১৪ বাং......... বঃ
০৯-০৮-২০০৭ খ্রিঃ
খ্রিঃ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অডিট আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরের হিসাব নমুনা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত ও কার্যকর না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখঃ ৩১-০৩-১৪১৪ বাং বঃ
১৫-০৭-২০০৭ খ্রিঃ খ্রিঃ

অডিটের পটভূমি

Background of Audit

অডিটি প্রতিষ্ঠান (Auditee Organization)	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
অডিটাধীন বৎসর (Audited Year)	ঃ	২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসর।
অডিটের প্রকৃতি (Type of Audit)	ঃ	বার্ষিক নিরীক্ষা।
অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology)	ঃ	কমপ্লায়েন্স (Compliance) অডিটের আওতায় নমুনা গ্রহণ পূর্বক অডিট।
অডিট টীম সংখ্যা (Number of Audit Teams)	ঃ	১১টি।
সার্বিক তত্ত্বাবধান (Overall Supervision)	ঃ	মহাপরিচালক স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Audit)

- মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- মূল্য ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত কাঁচামালের উপর রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- প্রাপ্যতার অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করে রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- আয়কর খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আয়কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম মূল্যায়ন।
- করযোগ্য আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- আর্থিক ত্রুটি বিচ্যুতি রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং চিহ্নিতকরন (Detection) ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।

নিরীক্ষার পরিধি (Scope of Audit)ঃ

- আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, মূসক আইন ও বিধি অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণ এবং উৎপাদন পর্যায়ে প্রদেয় মূসক সঠিকভাবে নিরূপন করা হয়েছে কিনা নমূনায়নের মাধ্যমে তা যাচাই করা।

- যে সকল করদাতার আয়কর মামলা ইতোমধ্যে আয়কর নির্ধারণ/নিষ্পত্তি করা হয়েছে উক্ত মামলাগুলোর মধ্য হতে নমুনায়নের মাধ্যমে আয়কর নথিসমূহ যাচাই করা।

নিরীক্ষার পদ্ধতি (Methodology of Audit) ঃ

- বিভিন্ন নথি-পত্রাদি, ভাউচার পর্যালোচনা;
- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে মত বিনিময়;
- লিখিত জিজ্ঞাসা পত্র ইস্যু।

নিরীক্ষা নির্ণায়ক (Audit Criteria) ঃ

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১
- মূল্য সংযোজন কর বিধি, ১৯৯১
- কাষ্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯
- এক্সাইজ এন্ড সাব এ্যাক্ট, ১৯৪৪
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
- আয়কর বিধি, ১৯৮৪
- এস.আর.ও এবং সময় সময় জারীকৃত নির্বাহী আদেশসমূহ।

সীমাবদ্ধতা ঃ-

- দৈব চয়নের (Random Selection) মাধ্যমে কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অডিট ফাইন্ডিংস (Audit Findings)

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১॥	৭টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানীজ সার্কেল।	২০০৩-২০০৫	সঠিকভাবে মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর ও সরলসুদ বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩০,০৫,৯০৩/-
২॥	১৮টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল ।	২০০৪-২০০৫	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৮৯,৭৬,৭৮৯/-
৩॥	৭টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল।	২০০৪-২০০৫	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৬,৭১,৩৩৮/-
৪॥	১টি কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০০৪-২০০৫	বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুল্ক করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮,৪৪,১১২/-
			সর্বমোট =	৫,৪৪,৯৮,১৪২/-

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ ঃ-

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি
- বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।

সুপারিশমালা (Recommendations)

- মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং সরকারি আদেশ/নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন;
- রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক;
- রেয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান প্রতিপালন করা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-৪৯৩১-কম/এ ৭৫০ বই, ২০০৭।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
২০০৪-২০০৫ সনের
বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

(অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)

দ্বিতীয় খন্ড
(অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী)

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.০	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল- এর মন্তব্য	ক
২.০	গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয় ক্ষতিসমূহ	১
৩.০	অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণি	৩
৪.০	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	৫-৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্‌স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ২৫-০৪-১৪১৪ বাং .... বঃ
০৯-০৮-২০০৭ খ্রিঃ .... খ্রিঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি সমূহ

(ক) অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণি।

(খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী।

অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণি

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১৷৷	৭টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানীজ সার্কেল।	২০০৩-২০০৫	সঠিকভাবে মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর ও সরলসুদ বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩০,০৫,৯০৩ /-
২৷৷	১৭টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল ।	২০০৪-২০০৫	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৮৯,৭৬,৭৮৯/-
৩৷৷	৭টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল।	২০০৪-২০০৫	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৬,৭১,৩৩৮/-
৪৷৷	১টি কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০০৪-২০০৫	বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুল্ক করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮,৪৪,১১২/-
			সর্বমোট =	**৫,৪৪,৯৮,১৪২/-**

অনুঃ নং-১॥

শিরোনামঃ সঠিকভাবে মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর ও সরলসুদ বাবদ ১,৩০,০৫,৯০৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানীজ সার্কেলের ২০০৩-২০০৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন করদাতার মোট আয় সঠিকভাবে নিরূপন না করায় আয়কর ও সরলসুদ বাবদ ১,৩০,০৫,৯০৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০ (এ,এ) এবং ৪৬ এ (৭) ধারা ।
- বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ক " তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে"।

অডিট মন্তব্যঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সময়মত আয়কর আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬/৬/০৬, ১৯/৭/০৬, ২৬/১১/০৬ তারিখের স্মারক নং- যথাক্রমে ১৪,১৭,৩২ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং- ২॥

শিরোনামঃ বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় ২,৮৯,৭৬,৭৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেলের ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভুতভাবে রেয়াত প্রদান করায় সরকারের ২,৮৯,৭৬,৭৮৯/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- ইহা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৯ এবং বিধি ১৯ এর পরিপন্থী।
- বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “খ ” তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, “ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে”।

অডিট মন্তব্যঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত রেয়াত বাতিল করে সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ বৎসরের মধ্যে আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণাণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/৫/০৬ ও ২৬/৬/০৬ তারিখের স্মারক নং- ৩৩২ ও ১৪ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৩॥

শিরোনামঃ প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১,১৬,৭১,৩৩৮/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেলের ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের চলতি রেজিষ্টার, ক্রয়, উৎপাদন রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১,১৬,৭১,৩৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট " গ " তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিষয়টি পূর্বেই যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬/৬/০৬, ১৬/৫/০৬, ১৯/৭/০৬ তারিখের স্মারক নং- ১৪, ৩৩২, ১৭৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ-৪॥

শিরোনামঃ বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুল্ক করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আদায় না করায় ৮,৪৪,১১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর ২০০১-২০০৫ আর্থিক সন পর্যন্ত সময়ের হিসাব নিরীক্ষায় বন্ড রেজিষ্টার, ইন-টু-বন্ড/এক্সবন্ড, বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ডিং মেয়াদ শেষে ১০% হারে সুদ, শুল্ক ও কর আদায় না করায় ৮,৪৪,১১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- শুল্ক কর আইন ১৯৬৯ এর ৮৬ ধারা।
- বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ঘ " তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাবঃ এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে"।

অডিট মন্তব্যঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিষয়টি পূর্বেই যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯/৭/০৬ তারিখের স্মারক নং- ১৭ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ আপত্তিতে বর্ণিত ৮,৪৪,১১২/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

৩১-০৩-১৪১৪ বাং
১৫-০৭-২০০৭ খ্রিঃ

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-৪৯৩২-কম/এ-৭৫০বই, ২০০৭।